গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ১ শাখা
www.mole.gov.bd

নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) ৩য় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি: জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১
সময়: দুপুর ১২.০০ ঘটিকা
স্থান: মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি: **পরিশিষ্ট- ক**

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভায় উপস্থাপনের আহ্বান জানান। মন্ত্রনালয়ের উপসচিব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন এ পর্যায়ে প্রকল্পের সংক্ষিপ্তচিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান প্রকল্পটির প্রারম্ভিক মেয়াদকাল ছিল জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১ ও প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪৭১২.৫৭ লক্ষ টাকা। পরবর্তিতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম ৬৫৬ টি আরএমজি কারখানা, ২৯৮টি প্লাস্টিক কারখানা এবং ১৪৭টি কেমিক্যাল কারখানাসহ মোট ১১০১ টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা । তিনি সভাকে জানান যে প্রকল্পটির সর্বশেষ পিএসসি সভা ১৮ এপ্রিল, ২০২১ এবং সর্বশেষ পিআইসি সভা ০২ আগস্ট, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি উক্ত সভাসমুহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সহ সার্বিক বিষয় সভাকে অবহিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

২। আলোচনা :

ক) প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান নির্ধারিত ১১০১ টি কারখানার মধ্যে বর্তমান বাস্তবতায় ৮৫০ টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। অবশিষ্ট ২৫১টি আরএমজি কারখানা বন্ধ অথবা অন্যভাবে আসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে তিনটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ১৪৭টি কেমিক্যাল কারখানা, ২৫৪ টি প্লাস্টিক কারখানা ও ৮৩ টি আরএমজি কারখানা সহ মোট ৪৮৪ টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে । প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৪৪ %। অবশিষ্ট কারখানাসমুহ ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হবে। বাস্তবতা অনুযায়ী প্রকল্পটির ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে ৭৭%।

খ) প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, জুন ২০২১ পর্যন্ত এডিপি বরাদ্দ ছিল ১৩ কোটি টাকা এবং এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়েছ ১২.৬৯৮ কোটি টাকা, যার মধ্যে জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১২.৬৬৮ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭% এবং ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ২৬.৮৯%। চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে ১ম কিস্তির অর্থ ৪ কোটি ০৯ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে । এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৭৪.৮৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় ২২.৮৮%। ২৫১ টি কারখানা বন্ধ/আসেসমেন্ট হয়ে যাবার কারনে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি অনুযায়ী বন্ধ/আসেসমেন্টকৃত কারখানার জন্য কোন বিল প্রদান করা হয় না বিধায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ শেষ করার পরেও প্রায় ১৭ কোটি টাকা অব্যয়িত থাকবে। সেক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে ৭০%। এখন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৪.৮০%।

গ) বন্ধ/অন্যভাবে এসেসমেন্টকৃত কারখানা বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে এরকম মোট ২৫১ টি কারখানার মধ্যে ১৩০ টি আরএমজি কারখানা Private Initiative (Accord, Alliance, RSC etc) এর মধ্যেমে এসেসমেন্ট সম্পন্ন করেছে মর্মে কারখানার মালিকপক্ষ জানিয়েছেন। গত ২য় পিআইসি সভায় ও সর্বশেষ পিএসসি সভায় ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ পুণরায় অ্যাসেসমেন্ট এর বিষয়ে অনাগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। গত পিআইসি সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে , Private Initiative এর আওতাভূক্ত প্রতিটি (১৩০টি) কারখানার মালিকদের নিকট হতে NOC সংগ্রহ করতে হবে।

ঘ) অর্থছাড় বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের লক্ষমাত্রা ৮৫০ টি কারখানার মধ্য ৪৮৪ টি কারখানা ইতিমধ্যে আসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৬০ টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সুতরাং ৩য় এবং ৪র্থ কিস্তির অর্থ আগাম ছাড় করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, গত পিআইসি সভায় পিএসসি সভার অনুমোদন সাপেক্ষে ২য় এবং ৩য় কিস্তির অর্থ আগাম ছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

ঙ) ক্রয় কার্যক্রম বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ২০ লক্ষ টাকার বইপত্র ক্রয়, ২০ লক্ষ টাকার মুদ্রণ এবং ৩০ লক্ষ টাকার অডিও ভিডিও ক্রয় অনুমোদন রয়েছে। তবে বাস্তবতার নিরিখে নিরাপত্তা ও আইন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ০৫ লক্ষ টাকার বইপত্র প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া কারখানাসমূহের অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মুদ্রণ করা হয় ফলে এই কোডের আওতায় অর্থ ব্যায়ের প্রয়োজন নেই। কারখানাসমূহের অ্যাসেসমেন্ট ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ০৫ লক্ষ টাকার ০২/০৩ টি অডিও ভিডিও ক্রয় করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এই বিষয়ে গত পিআইসি সভায় বিস্তারিত আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে বইপত্র ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার মধ্যে ও অডিও/ভিডিও ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার মধ্যে ক্রয় সম্পন্ন করতে হবে এবং মুদ্রণে কোন ক্রয় প্রয়োজন হবেনা।

চ) মহাপরিচালক IMED জনাব মতিয়ার রহমান উল্লেখ করেন যে, IMED গাইডলাইন ও নীতিমালা অনুসরন করে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, যে সকল কারখানা ইতোমধ্যে বেসরকারী Initiative (Accord, Alliance, PSC, RCC ইত্যাদি) এর মাধ্যমে অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করেছে তার প্রমানক (রিপোর্ট) থাকতে হবে। উপপ্রধান পরিকল্পনা কমিশন জনাব তাহেরা হক উল্লেখ করেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্য অ্যাসেসমেন্ট শেষ হবে বিধায় এখন থেকে অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া শুরু করা প্রয়োজন এবং ডিপিপিতে বরাদ্দ থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী বইপত্র ও অডিও ভিডিও দ্রুত ক্রয় করা প্রয়োজন। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরন করেই নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. সেলিনা আক্তার উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের আওতায় যে সকল কারখানা ইতোমধ্যে বন্ধ/অ্যাসেমেন্ট হয়ে গেছে তা একটি বাস্তব অবস্থা। তিনি এ সকল কারখানার সর্বশেষ অবস্থার প্রমানক সংগ্রহের বিষেয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি সভাসমূহ ডিপিপি অনুযায়ী যথাসময়ে অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানান।

৩। **সিদ্ধান্ত:**

ক) প্রকল্পটির ৩য় এবং ৪র্থ কিস্তির অর্থ আগাম ছাড়ের বিষয়ে বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

খ) যে সমস্ত কারখানা খোলা রয়েছে তার অ্যাসেসমেন্ট শেষ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ করতে হবে। যে সকল কারখানা ইতোমধ্যে অন্যভাবে অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করেছে তার প্রমানক সংগ্রহ করতে হবে ;

গ) প্রকল্পের ৩য় পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বইপত্র এবং অডিও- ভিডিও ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং

ঘ) প্রকল্পটির ডিপিপি অনুযায়ী পিআইসি এবং পিএসসি সভাসমূহ যথাসময়ে আয়োজন করতে হবে।

ঙ) প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা যথাসময়ে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যথাসময়ে প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্তিতে যথাসময়ে পিসিআর দাখিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক

৪। সভাপতি প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/১২/২০২১

(মোঃ এহছানে এলাহী)
সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও
সভাপতি,
প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)
নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো,অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন প্রকল্প।